মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd June, 2021

June, 2021 Volume-VII, Issue-IV 8 Pages, Rs. 2.00 Regd. No-WBBEN/2015/63375

পাশে থাকার বার্তা নিয়ে পথে নামল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি- 'ভালো থেকো, পাশে আছি'। করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে সংক্রমিতদের চিকিৎসার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়গুলোও এখন জরুরি ভিত্তিতে দেখা দরকার। যেমন সংক্রমিতদের পরিবারের সদস্যদের প্রতিদিনের খাবারের সংস্থান করা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের খাবার পৌঁছে দেওয়া। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শহরের বিভিন্ন জায়গায় সেরাম অ্যানালাইসিস সেন্টার প্রাঃ লিঃ প্রায় একমাস ব্যাপী অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষদের হাতে রান্না করা খাবারের প্যাকেট তুলে দিচ্ছে। ২১ মে থেকে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শুরু থেকেই দেশের শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব ইস্টবেঙ্গলও এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে। এই প্রান্তিক মানুষদের হাতে শুধু খাবার পৌঁছে দিয়েই কাজ শেষ হয়নি। সকলের উদ্দেশ্যে আমাদের বার্তা হল, 'ভালো থেকো, পাশে আছি'।

দুর্যোগ উপেক্ষা করে চলছে ত্রাণের কাজ

গতবছর লকডাউনের সময় থেকেই সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় ক্লাব সংগঠনের সহযোগিতায় মাস্ক, স্যানিটাইজার, খাবার ইত্যাদি জিনিস সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দিয়েছে। এলাকায় এলাকায় মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে লাগাতার প্রচার চালিয়েছে। পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হওয়ার পরও এই কাজ চালিয়ে গেছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। এবছরের প্রথমার্ধে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে সারা দেশ সহ বেসামাল ব্যবস্থা এই রাজ্যের। এই পরিস্থিতিতে সেরাম গ্রুপের উদ্যোগে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষের কাছে রান্না করা খাবার পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। প্রতিদিন একশো জন মানুষের হাতে এই খাবারের প্যাকেট তুলে দেওয়া হচ্ছে। এই কাজে সংশ্লিষ্ট এলাকার ক্লাব সংগঠনগুলোর সহ-যোগিতাও আমরা পাচ্ছি। ২১ মে কলেজ স্ট্রিটে অল মাই ফ্রেন্ডসের সহযোগিতায়, কেশব সেন স্ট্রিটে তরুণ তীর্থ, ২২ মে দিগন্ত ব্যায়ামাগার, মহাদেব পাত্র মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশন, ২৩ মে বেনিয়াপুকুর লাইব্রেরি, ২৪ মে উল্টোডাঙ্গা বিবেকানন্দ ক্লাব, প্রচেষ্টা, ২৫ মে কলুটোলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, ২৭ মে ২৯ পল্লি কালীপুজা কমিটি এবং বাগবাজার মা সারদা প্রাথমিক স্কুল, ২৮ মে মুচিবাজার এবং রাজবল্লভ পাড়ায়, ২৯ মে সিটি কলেজ অ্যালুমিনি অ্যাসো-সিয়েশন, ৩১ মে শীলপাড়া ট্যাংরা মহিলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি ৭ নং ওয়ার্ড এবং ২১ নং ওয়ার্ডে অন্বেষা ক্লাবের সহযোগিতায় এই কর্মসূচী চলেছে।

▶ আরও ছবি ৮-এর পাতায়

ইয়াস-কোটাল-কোভিড ঃ বিপর্যস্ত বাংলা

দীঘায় ইয়াসের ছোবল

নিজস্ব প্রতিনিধি-ওড়িশার বালেশ্বরের ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে ২৬ মে সকালে ১৫৫ কিমি গতিতে আছড়ে পড়ল ইয়াস। পশ্চিমবাংলায় সরসরি ঘূর্ণিঝড় আছড়ে না পড়লেও এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ছোবল থেকে রক্ষা পেল না বাংলা। একদিকে কোটাল আর অন্যদিকে ইয়াস-এই জোড়া আক্রমণে দুই মেদিনীপুর ও দুই ২৪ পরগণার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতি হয়েছে চাষ, আবাদ, ফসল, বাড়ি-ঘর, ভেড়ির মাছের। এই ঘটনায় ২৭ মে পর্যন্ত তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

এরপর ২-এর পাতায়

কোভিড উত্তর পরিস্থিতিই বিপদ ডেকে আনছে

সঞ্জীব আচার্য্য

মানুষের শরীরের ঢোকার রাস্তা চিনে নিয়েছে করোনাভাইরাস। মানুষের দেহকোষে যখন তখন ঢুকে পড়ার কৌশল এখন সে ভালই জানে। হিউম্যান ট্রান্সমিশন বা এক শরীর থেকে অন্য শরীরে ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত গতিতে।

আপার রেসপিরেটারি ট্র্যাক্ট

মানুষের শরীরে ভাইরাসের এন্ট্রি পয়েন্ট হল নাক বা মুখ। সেখান দিয়ে ঢুকে শ্বাসনালীর মাধ্যমে ভাইরাস সোজা পৌঁছয় ফুসফুসে। ফুসফুস যদি দুর্বল হয় (তার নানা কারণ, অধিক ধূমপান, শ্বাসজনিত রোগ, ফুসফুসের কোনও সংক্রামক ব্যাধি) তাহলে ভাইরাস সংক্রমণ ছড়াতে পারে খুব তাড়াতাড়ি। নাক দিয়ে ঢুকে গলা (ফ্যারিংস ও ল্যারিংস), শ্বাসনালী হয়ে সটান ফুসফুসে চলে যায় ভাইরাস। তার আগে নাক ও গলাতে বেশ কিছুদিন ঘাঁটি গেড়ে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, গবলেট কোষ ও সিলিয়েটেড কোষকেই প্রথম নিশানা বানায় এই ভাইরাস। গবলেট কোষ মূলত থাকে শ্বাসপথে, অন্ত্রে অর্থাৎ ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রে। মিউকাস তৈরি করে এই কোষ। সিলিয়েটেড কোষ থাকে বিভিন্ন অঙ্গে। ছোট ছোট চুলের মতো অংশ থাকে এই কোষে যাকে বলে সিলিয়া। এর কাজ শরীরে ঢুকে পড়া ক্ষতিকর জীবাণুগুলিকে ছেঁকে বার করে দেওয়া।

লোয়ার রেসপিরেটারি ট্র্যাক্ট

এবার আসা যাক পরবর্তী পর্যায়ে। শ্বাসযন্ত্রের উপরিভাগে সংক্রমণ ছড়াল ভাইরাস। এরপরে তার লক্ষ্য শ্বাসনালী দিয়ে ফুসফুসে। সেখানেও আবার বিশেষ পদ্ধতিতে সংক্রমণ ছড়ায় করোনাভাইরাস। এই ফুসফুসই হল তার টার্গেট পয়েন্ট। প্রোটিনের সঙ্গে জোট বাঁধে ভাইরাসের স্পাইক গ্লাইকোপ্রোটিন। এখন জানা যাচ্ছে শুধু এই প্রোটিন নয়, TMPRSS2 প্রোটিনকেও তারা কব্জায় আনতে পেরেছে। সার্স-কভ-২ ভাইরাসের কাঁটার মতো খোঁচা খোঁচা অংশগুলোই হচ্ছে স্পাইক গ্লাইকোপ্রোটিন (s)। এই প্রোটিন হচ্ছে ভাইরাসের চাবি যার সাহায্যে কোষে ঢোকার প্রবেশপথটা খুঁজে বার করে তারা। যেসব কোষে তারা এই দুই বন্ধু প্রোটিন ACE2 ও TMPRSS2 থাকবে সেখানেই ঢুকতে পারবে ভাইরাস। দেহকোষের প্রোটিনের সঙ্গে জোট বেঁধে ঢুকে পড়বে কোষের ভেতরে। ফুসফুসের কোষেও ঠিক এই পদ্ধতিতেই সংক্রমণ ছড়ায় ভাইরাস।

কেন দেওয়া হচ্ছে ভেন্টিলেটর সাপোর্ট?

ভেন্টিলেটর হল কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র। ফুসফুসের সংক্রমণ, দুর্ঘটনা বা অন্য কোনও গুরুতর শারীরিক অবস্থায় মানুষ যখন স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশাস নিতে পারে না, তখন শরীরে অক্সিজেন কমে যায় ও কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়। এরপর ২-এর পাতায়

হিমন্তই মুখ্যমন্ত্রী

গৌহাটি-অসমে মুখ্যমন্ত্রী হলেন নবাগত হিমন্ত বিশ্বশর্মা। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল তাঁর পদত্যাগপত্র 'রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়েছেন এবং পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে হিমন্ত বিশ্বশর্মার নাম প্রস্তাব করেন।

উর্ধ্বমুখী

নয়াদিল্লি-লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ২৬ পয়সা বেড়ে পেট্রলের দাম হয়েছে ৯১.৯২ টাকা এবং ডিজেলে ৩০ পয়সা বেড়ে দাম হয়েছে ৮৫.২০ টাকা।

আচার্য মোদী

নয়াদিল্লি-বিশ্বভারতীর আচার্য হিসেবে পুনরায় মনোনীত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই নিয়ে তৃতীয় বারের জন্য বিশ্বভারতীর আচার্য পদে বসলেন তিনি।

ও টি পি

নয়াদিল্লি-ও টি পি কাজে লাগিয়ে মোবাইল গ্রাহকরা যাতে প্রি পেড থেকে পোস্ট পেড এবং পোস্ট পেড থেকে প্রি-পেডে পরিষেবা বদল করতে পারেন তার জন্য প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

আবশ্যিক নয়

নয়াদিল্লি-১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সিদের টিকাকরণের জন্য নাম নথিভুক্ত করা এখন আবশ্যিক নয়। নথিভুক্তির পাশাপাশি সরকারি টিকাকরণ কেন্দ্রে গিয়েও প্রতিষেধক নেওয়া যাবে। টিকার অপচয় রুখতেই এই ব্যবস্থা।

সাংসদ তহবিল

নয়াদিল্লি-সাংসদ তহবিল দু'বছর ধরে বন্ধ। এই বিপর্যয়ের সময়ে অবিলম্বে এই তহবিল চালু রাখার জন্য লোকসভার স্পিকারকে চিঠি দিলেন বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরী।

স্পেনের সম্মান

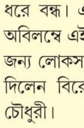

নিজস্ব প্রতিনিধি-নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ্ অমর্ত্য সেন এবছর সমাজ বিজ্ঞানে তাঁর অবদানের জন্য স্পেনের প্রিন্সেস অব আস্তুরিয়াস পুরস্কার পাচ্ছেন। পুরস্কার মূল্য ৫০ হাজার ইউরো।

অনন্য নজির

নিজস্ব প্রতিনিধি-সংসদীয় গণতন্ত্রে দেশে একটা নতুন নজির তৈরি হল। একই কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একজন হলেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যজন হলেন বিরোধী দলনেতা। এরা হলেন, মমতা ব্যানার্জি এবং শুভেন্দু অধিকারী।

কালো ছত্রাক

নিজস্ব প্রতিনিধি-'ব্ল্যাক ফাংগাস' অর্থাৎ মিউকরমাইকোসিস নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন রাজ্যের নাগরিকরা। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ১৩। আগে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে এই রোগে।

পরীক্ষা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি-অতিমারির জেরে জুলাইয়ের শেষে উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক হবে অগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে। শুধু আবশ্যিক বিষয়ে হোম সেন্টারে তিন ঘন্টার বদলে দেড় ঘন্টায় প্রতি বিষয়ে ৫০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হবে।

দুয়ারে ত্রাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি-ইয়াসের পরে রাজ্যে দুয়ারে ত্রাণ কর্মসূচী শুরু হচ্ছে। আপাতত এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এই কাজ করার জন্য। আবেদনকারীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠানো হবে।

লকডাউন বাড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজ্যে দ্বিতীয় দফায় ১৫ মে থেকে লকডাউন জারি হয়েছিল সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। তাতে কিছু কাজ হয়েছে। সেই নিয়ন্ত্রণ এবার বাড়িয়ে করা হল ১৫ জুন পর্যন্ত।

প্রয়াত দেবী পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি-বিশিষ্ট আইনজীবী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবীপ্রসাদ পাল কোভিডে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন ১৪ মে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪।

ব্রজ রায় ও ডাঃ সুবীর দত্ত প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি-চলে গেলেন মরনোত্তর দেহ ও অঙ্গদান আন্দোলনের পুরোধা ব্রজ রায় (৮৪)। প্রয়াত হলেন 'সায়েন্টিফিক ক্লিনিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরির' অধিকর্তা ডাঃ সুবীর দত্ত। তিনি করোনায় আক্রান্ত ছিলেন।

এখানে - ওখানে

কঠিন পরিস্থিতিতে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসে সফল রক্তদান উৎসব

‘মানুষ মানুষের জন্যে’—এই অতিমারি পরিবেশের মধ্যেও সেকথা ফের প্রমাণিত হল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন আয়োজিত বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংগঠনের অডিটোরিয়ামে ৮ মে-র রক্তদান উৎসবে। একটি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে সেরাম থ্যালাসেমিয়া

তার ওপর নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে বহু ক্লাব সংগঠনের রক্তদান শিবির প্রায় বন্ধের মুখে। এই অবস্থায় পরিস্থিতির সঠিক বিচার করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসের অনুষ্ঠানটিকে শুধুমাত্র রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হবে। যদিও সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডা

রক্তদাতাদের জন্য শংসাপত্র

প্রিভেনশন ফেডারেশনকে এই রক্তদান উৎসবের পরিকল্পনা করতে হয়েছে। সংগঠনের ক্যালেন্ডারে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস (৮ মে)-কে কেন্দ্র করে প্রতিবছরই সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন ৭ দিন ব্যাপি একটি বিশাল কর্মযজ্ঞের আয়োজন করে থাকে। উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে এবছরের অনুষ্ঠানকে সংক্ষিপ্ত আকার দেওয়া হয়েছে।

রেশনের এই রক্তদান উৎসব ‘সিন্ধুতে জলবিন্দু’। উল্লেখ্য, ২০২০ সালেও সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন তাদের আগাম পরিকল্পনা করে রাখা অনুষ্ঠানগুলো বাতিল করে দিয়ে তিনটে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল সেই সময়কার লকডাউনজনিত পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে। গত বছরে সেই তিনটি রক্তদান অনুষ্ঠানে রক্তদাতাদের পক্ষ থেকে ব্যাপক সহযোগিতা ও সাড়া পেয়েছিল সেরাম থ্যালাসেমিয়া

মোবাইল ভ্যানে চলছে রক্তদান

কোভিডের দ্বিতীয় প্রবাহের জেরে আমাদের দেশ সহ এই রাজ্যে একটা চরম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ এবং মৃত্যুর সংখ্যা। সরকারি হাসপাতালসহ বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাভিশ্বাস উঠছে রোগি সামলাতে। এরই মধ্যে অক্সিজেনের অভাব, কোভিড ভ্যাক্সিনের অপ্রতুলতা, প্রয়োজনীয় ওষুধ সংকট সহ আরও অনেক সমস্যা সামনে এসে পড়েছে। হাসপাতালে শুধু কোভিড আক্রান্ত রোগিই নয়, বিশেষ করে থ্যালাসেমিয়া সহ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত বহু মুমূর্ষু রোগির পরিজনেরা হা-হুতাশ করছে রক্তের জন্য। বিভিন্ন ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের সংকট চলছে। একে কোভিড তার ওপর নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে বহু ক্লাব সংগঠনের রক্তদান শিবির প্রায় বন্ধের মুখে।

প্রিভেনশন ফেডারেশন। এবছরও ৮ মে রক্তদান শিবিরে তাতে এতটুকুও ভাঁটা পড়েনি। ৮ মে-র রক্তদান অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষ, পথিক, ক্লাব সংগঠন, এস. সেরাম অ্যানালাইসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন

রক্তদাতাদের সঙ্গে কথা বলছেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য

ফেডারেশনের পক্ষ থেকে যে অযাচিত সহযোগিতা পাওয়া গেছে তাতে আমরা অভিভূত।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এই অতিমারির কথা মাথায় রেখে সর্বাধিক ৭০ জন রক্তদাতার রক্তসংগ্রহ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু আমরা হার মেনেছি রক্তদাতাদের উৎসাহের কাছে, যদিও এই পরাজয়টা গর্বের, অনুভবের এবং চেতনার। এই সংগঠন চায় এভাবেই মানুষের ইচ্ছের কাছে সাবলীলভাবে পরাজয় মেনে নিতে। এই রক্তদান শুধু নিয়মরক্ষার অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মানুষের অমূল্য জীবন বাঁচানোর জন্য মানুষ যে মনের মধ্যে কত তাগিদ জমা করে রাখে তার বিমূর্ত উদাহরণ সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন আয়োজিত ৮ মে-র রক্তদান উৎসব। কিন্তু এবারে রক্তদান উৎসবে রক্তদাতারা এই শিবিরে এসে সোচ্চারে দাবি তোলেন, ‘রক্তদান যখন করতে এসেছি, তখন আমাদের রক্তদান করতে দিতেই হবে।’ এই দাবির কাছে আমরা তো কোন ছাড়, মৃত্যুও লজ্জা পাবে। এক এক জন করে প্রায় ১১১ জন রক্তদাতা এই অনুষ্ঠানে রক্তদান করেন। শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রির অভাবে রক্তদান শেষ করতে হয়। আমাদের খেদ থেকে যায় কারণ অন্ততপক্ষে ১০ জন রক্তদাতাকে ফেরত পাঠাতে হয়।

এই রক্তদান উৎসবে মাইকে ঘোষণার আওয়াজ শুনে পথচলতি বহু মানুষ রক্তদান শিবিরে এসে রক্তদান করেন। দূরদূরান্ত জেলা থেকে মানুষ এই শিবিরে এসে যোগ দেন। পরিবারের সমস্ত সদস্যরা এসে একযোগে রক্তদান করেন। এরকম ছোট ছোট বিশেষ ঘটনা সম্মিলিত ভাবে এই রক্তদানের মর্যাদাকে আরও উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই রক্তদান উৎসবের শুরুতে সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, ‘এই পরিস্থিতিতে গুজব ছড়াবেন না, প্রয়োজনীয় কোভিড বিধি মেনে চলুন, করোনা আক্রান্ত শিশুসহ মুমূর্ষু রোগিদের স্বার্থে রক্তদান করুন, এক বোতল রক্তে চারটি প্রাণ বাঁচে।’ এই রক্তদান উৎসবে কোভিড সংক্রান্ত সমস্ত নিয়মবিধি মান্য করে রক্তদাতাদের রক্তদান করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রক্ত সংগ্রাহকরা পিপিই কিট পরে রক্ত সংগ্রহ করেন। স্বেচ্ছাসেবক সহ এই শিবিরে উপস্থিত সকলেই মাস্ক ব্যবহার করেছেন এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রত্যেককে স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। সংগঠনের সদস্যরা সকলেই রক্তদান উৎসবের জায়গায় সবসময় যথেষ্ট সজাগ দৃষ্টি রেখে কাজ করেছেন। সর্বোপরি এই অতিমারি পরিস্থিতিতে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত এবং অন্যান্য মারণ রোগে আক্রান্তদের জন্য সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের রক্তদান উৎসবে অভীষ্ট লক্ষ্য যথার্থই সফল হয়েছে।

কোভিড উত্তর পরিস্থিতিই বিপদ ডেকে আনছে

প্রথম পাতার পর

ফলে রোগীর অবস্থা আরও জটিল হয়ে ওঠে। এই সময়ে রোগীর জীবন বাঁচাতে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস চালু রাখতে হয়। যে যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিমভাবে শ্বাস নেওয়া যায়, তারই ডাক্তারি নাম ভেন্টিলেটর।

করোনার ভ্যাকসিন নিলেও সতর্ক থাকতে হবে, কী কী নিয়ম মানবেন

প্রথমত মাস্ক বাধ্যতামূলক। সঠিকভাবে নাক ও মুখ ঢেকে মাস্ক পরা উচিত। এখন যা পরিস্থিতি তাতে ডবল মাস্কিং বা দুটো করে মাস্ক পরলে ভাল। এর জন্য সার্জিক্যাল মাস্কের ওপরে কাপড়ের ফ্যাব্রিক মাস্ক পরতে হবে।

মাস্ক পরছেন বলে মানুষের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখবেন না, এমন যেন না হয়। ৬ ফুটের বেশি দূরত্ব রাখতে পারলে সবচেয়ে ভাল। নয়তো কম করে ৩ ফুট।

ঘরবাড়ি তো বটেই, নিজেকেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বাইরে গেলে স্যানিটাইজার সঙ্গে রাখতে হবে। ঘন ঘন হাত সাবান দিয়ে ধুলে আরও ভাল। রোগ ঠেকানোর ৮০ শতাংশ চাবিকাঠি আছে হাত ধোওয়ার মধ্যে।

সাধারণ মানুষের গ্লাভস পরার দরকার নেই। নিয়ম মেনে না পরলে উল্টো বিপদের আশঙ্কা বেশি। তার চেয়ে হাত ধুয়ে নেওয়া অনেক নিরাপদ।

গয়নাগাটি পরে রাস্তায় না বেরনোই ভাল। কারণ ধাতুর উপর প্রায় পাঁচ দিন থেকে যেতে পারে জীবাণু। দিনে বেশি করে জল খান। রাস্তার খাবারের বদলে বাড়িতে পুষ্টিকর খাবারই এখন ভাল। যতটা সম্ভব স্বাভাবিক জীবনযাপন করুন। নিয়ম মানুন। অতিরিক্ত কিছু করার দরকার নেই। করে লাভও নেই। ভিড়-জমায়েত এড়িয়ে চলুন, নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে এইটুকু করতেই হবে।

ইয়াস-কোটাল-কোভিড : বিপর্যস্ত বাংলা

প্রথম পাতার পর

তীব্র জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়েছে দিঘা, শঙ্করপুর, তাজপুর, জলধা, মন্দারমনি, জুনপুট, হরিপুর, শৌলা, গোপালপুর, বাঁকিপুট, পেটুয়া, রসুলপুর, খেজুরি, নন্দীগ্রাম। সমুদ্রের জলে সব এলাকা একাকার হয়ে যায়। উপকূলের এলাকাগুলো কার্যত বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। ক্ষতি হয়েছে হলদিয়া, কোলাঘাট এবং তমলুকের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এক বিপর্যয়ে এক কোটি মানুষ প্রভাবিত হয়েছে। তিন লক্ষের মতো ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। ১৩৪টি বাঁধ ভেঙেছে। নোনাজল ঢুকে যাওয়াতে কৃষিসম্পদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। প্রায় তিনঘন্টা তান্ডব চালিয়ে ক্রমশ ঝাড়খণ্ডের দিকে সরতে শুরু করে ইয়াস।

ছন্দে আমেরিকা

ওয়াশিংটন-আমেরিকায় এখন সংক্রমণ অনেক কম। টিকাকরণ এগিয়েছে ভালভাবেই। পরবর্তী ঢেউ আসার আগে টিকাকরণ প্রায় শেষ করে ফেলার পরিকল্পনা নিয়েছে জো বাইডেনের আমেরিকা। এখানে যাদের টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে, তাদের ঘরে-বাইরে মাস্ক পড়ার দরকার নেই। স্কুল খোলার জন্য চিন্তাভাবনা চলছে এখানে। আমেরিকাতে এখন কমবয়সীদের ওপর ভ্যাকসিনের ট্রায়াল চলছে।

নেপালে শপথ

কাঠমাণ্ডু-রাষ্ট্রপতি বিদ্যাদেবী ভান্ডারী পাঠ করলেন, 'আমি ঈশ্বর, দেশ এবং জনগণের নামে শপথ করছি'। নতুন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি ঈশ্বর কথাটি বাদ দিয়ে পড়লেন। উপ-প্রধানমন্ত্রীও তাই করলেন। বিদ্যাদেবী ভান্ডারীও রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেওয়ার আগে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির নেত্রী। ফলে বিষয়টি নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই। আস্থা ভোটে ওলি পরাজিত হওয়ার পর বিরোধীদের সরকার গড়ার জন্য ১৩ মে পর্যন্ত সময় দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি। কিন্তু বিরোধীরা ব্যর্থ হয়েছিল ফলে ওলিকেই ফের সরকার গড়তে ডাকেন রাষ্ট্রপতি।

কাবুলে বিস্ফোরণ

কাবুল-ইদের মধ্যেই কাবুল প্রদেশে মসজিদে বিস্ফোরণের ফলে নিহত হলেন ১২ জন। ইদের সময় সংঘর্ষ বিরতি চলছিল। কন্দহর বিমানবন্দর আফগান সেনার হাতে তুলে দিয়েছে আমেরিকা। আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের কাজ প্রায় শেষ। এই সময় আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুললেন কূটনীতিকেরা।

যুদ্ধ বিরতি চান বাইডেন

ওয়াশিংটন-ইজরায়েল-প্যালেস্তাইনের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে চাপের মধ্যে রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ইজরায়েলের অন্তবর্তী কালীন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতা নিয়াহুর সঙ্গে ১৭ মে ফোনে কথা বলেন বাইডেন। পরে হোয়াইট হাউস থেকে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, অদূর ভবিষ্যতে এই এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য মিশর সহ অন্যান্য মধ্যস্থতাকারী দেশের সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে। পাশাপাশি একথাও বলা হয়েছে যে, 'আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে ইজরায়েলের।' প্যালেস্তাইনের কট্টর সমর্থক, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিচেপ তারিপ এর্ডোয়ান বলেন, 'বাইডেনের হাতে রক্তের দাগ লেগে থাকবে। ইজরায়েল-প্যালেস্তাইনে যে রক্তক্ষয়ী ইতিহাস লেখা হচ্ছে, তার জন্য দায় নিতে হবে তাঁকে।'

বিশ্বে সংক্রমণ কমেছে

প্যারিস-বিশ্ববাসীকে সুখবর দিল বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা। তারা জানিয়েছে, ১৭ থেকে ২৩ মে, এক সপ্তাহে গোটা বিশ্বে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৪১ লক্ষ। যা পূর্ববর্তী সপ্তাহের থেকে প্রায় ১৪ শতাংশ কম। মৃতের সংখ্যাও কমেছে। তবে সংক্রমণ ও মৃত্যু কমলেও পরিস্থিতি মোটের ওপর ভালো নয়।

আটক চোক্সী

ডোমিনিকা-ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে কিউবা পালানোর সময় আটক করা হয়েছে পি এন বি ঋণ কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত মেহুল চোক্সীকে। মেহুলের খোঁজে প্রথমে তল্লাশি শুরু করে 'রয়্যাল পুলিশ ফোস অব অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা'।

প্রকৃত মৃত্যু বেশি

ওয়াশিংটন ইউনিভারসিটির একটি সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে, বিশ্ব জুড়ে কোভিডে মৃতের সংখ্যা ৬৯ লক্ষের কাছাকাছি। সরকারিভাবে মৃতের যে সংখ্যা নথিভুক্ত হয়েছে তার দ্বিগুনেরও বেশি মানুষের কোভিডে মৃত্যু হয়েছে। সেই সমীক্ষায় বলা হয়েছে, 'কোভিডে ঘোষিত মৃত্যুর হার কোন দেশে কী মাত্রায় কোভিড পরীক্ষা হচ্ছে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পরীক্ষা কম হলে মৃত্যুর কারণও ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম।' বহু দেশে সংক্রমণের হার এবং তার সঙ্গে পরীক্ষা ব্যবস্থার ফাঁক আছে।

সাগর পারের টুকিটাকি

প্রতিষেধক বৈষম্য চলছেই

প্যারিস-বিশ্ব জুড়ে ভ্যাকসিন বৈষম্য দেখা দেওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্যারিসে ১৭ মে এক বৈঠকে এই মন্তব্য করার পরেই তা প্রত্যাহার করে নেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাসচিব ট্রেডস আ্যাডানাম গ্রেবিয়েসাস। পাল্টা তিনি বলেন, 'ধনী এবং মধ্য ও নিম্ন আয়ের দেশগুলোর নাগরিকদের মধ্যে টিকাকরণের হার দেখে বলা যায়, এই মুহূর্তে 'ভ্যাকসিন বৈষম্য চরমে।' আগামী ছ'সপ্তাহের মধ্যে ধনী, মধ্য ও নিম্ন আয়ের দেশগুলোর মধ্যে ৮ কোটি ভ্যাকসিন ভাগ করে বন্টন করা হবে সামগ্রিক সমস্যা দূর করার জন্য।

গাজায় ফের ক্ষেপণাস্ত্র হানা

গাজা-আকাশ পথে ইজরায়েলের হানায় কেঁপে উঠল গাজা। ১৬ মে ক্ষেপনাস্ত্রের হানায় ক্ষতি হয়েছে অনেক বাড়ি। নিহত হয়েছেন ৪২ জন। নিখোঁজ ও আহতদের সংখ্যা ৫০ এরও বেশি। নিহতদের মধ্যে ১২ জন মহিলা, ৮ জন শিশু, ইজরায়েলের সেনাদের দাবি, হামাস জঙ্গি সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ইয়াহিয়েহ সিনওয়ারের গাজার বাসস্থান তারা ধ্বংস করে দিয়েছেন। এই নিয়ে তৃতীয় হামাস নেতার বাড়ি ধ্বংস করল ইজরায়েল। আকাশ হানাও বাড়িয়েছে ইজরায়েল।

রিপোর্ট তলব

ওয়াশিংটন-কোনও পরীক্ষাগার থেকে দুর্ঘটনাবশত করোনাভাইরাস ছড়িয়েছে কিনা, এই বিষয়ে আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে ৯০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ভাইরাসটি কোন পরীক্ষাগার থেকে ছড়িয়েছিল, নাকি পশুদের থেকে মানুষের মধ্যে এসেছে—তা ও বিশদে জানতে চেয়েছেন তিনি। করোনা নিয়ে চিন যেভাবে বদনাম কুড়িয়েছে বিশ্বে, তা একেবারেই হতে দিতে চান না মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

জামিন নাকচ সাংবাদিকের

ঢাকা-বাংলাদেশের সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের জামিন খারিজ হল। ১৮ মে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সরকারি তথ্য চুরির দায়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অথচ আদালতে চুরির কোনও প্রমান বা তথ্য দাখিল করা হয়নি। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য দফতরের দুর্নীতি এবং চুরি নিয়ে একের পর এক প্রতিবেদন লিখেছেন রোজিনা। রাষ্ট্রপুঞ্জও রোজিনার গ্রেফতারে উদ্বেগ জানিয়েছে।

চিনের স্থান ৯৮

বেজিং-দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বে করোনা সংক্রমণ চলছে। প্রথম খবর পাওয়া গিয়েছিল চিনের উহানে ২০১৯-এর ডিসেম্বরে। এখন বিশ্বে সংক্রমিত ১৬ কোটি মানুষ। মৃত্যু হয়েছে ৩৪ লক্ষ। সংক্রমণ শীর্ষে আমেরিকা। শুধু খবরে নেই চিন। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ সংস্থা ওয়ার্ল্ডোমিটার্স-এর পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বে সংক্রমনের তালিকায় চিনের স্থান ৯৮-তে। এই অতিমারি এত তাড়াতাড়ি কি করে সামলে ফেললো চিন? নাকি সবকিছু গোপন করছে তারা। চিনের দাবি, এ পর্যন্ত ৪০ কোটি ডোজ টিকা দেওয়া হয়েছে দেশে।

ইজরায়েলের হানায় সব শেষ। দুই শিশুকে নিয়ে মা'র অন্তর্জলি যাত্রা

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

প্রঃ ডায়াবেটিস তো আমরা জানি, ইনসুলিনের অভাবে হয়। আবার ডায়াবেটিসে অনেক সময় ইনসুলিন দিতে হয়, যেমন দিতে হয় আমার বাবাকে। এই ইনসুলিন সম্বন্ধে জানতে চাই।

সন্ধ্যা দাস, বাঁকুড়া

উঃ ঠিকই বলেছেন, ইনসুলিনের অভাবজনিত কারণেই ডায়াবেটিস মেলিটাস (Diabetes Mellitus) হয়। ইনসুলিন হল আমাদের শরীরের এক গুরুত্বপূর্ণ হরমোন, যা নিঃসৃত হয় প্যানক্রিয়াস (Pancreas) বা অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যানসের বিটা সেল (B Cell) থেকে।

এই হরমোন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। ইনসুলিনের বিভিন্ন অংশের গ্লুকোজ গ্রহণ ও ব্যবহারে সাহায্য করে এবং শরীরে গ্লুকোজ সঞ্চয় করতে সাহায্য করে (গ্লাইকোজেন হিসাবে)। এছাড়াও ফ্যাট মেটাবলিজমেও ইনসুলিনের ভূমিকা আছে।

ইনসুলিনের অভাবে ডায়াবেটিস মেলিটাস নামক রোগ দেখা দেয়। যেখানে নানারকম উপসর্গ দেখা দেয়, যেমন, রোগা হয়ে যাওয়া, বেশী প্রস্রাব হওয়া, বেশী তেষ্টা পাওয়া, দুর্বলতা প্রভৃতি। এই রোগের প্রকোপ এখন খুবই বেড়েছে। ডায়াবেটিস আবার টাইপ ওয়ান ও টাইপ টু হতে পারে।

ডায়াবেটিসে অনেক ক্ষেত্রেই ইনসুলিন দিতে হয় না। খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন (Diet Control), অর্থাৎ কম শর্করা জাতীয় খাবার যাওয়া, হাঁটা ও ব্যায়াম (Exercise), প্রভৃতির মাধ্যমে যদি ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে বা আসে, তবে ওষুধ দেওয়া হয় (Oral Hypoglycemic Agents)। অনেক টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস প্রথম থেকেই ইনসুলিন দিতে হয়। আবার কিছু স্কেলে ওষুধে পুরো কাজ না হলে ইনসুলিন দেওয়া হয়। গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস থাকলে সব ওষুধ দেওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে অনেক সময় ইনসুলিন দিতে হয়। আবার, Diabetis Ketoalidosis, Hyperosmolar Camp, ডায়াবেটিক রুগীর অপারেশনের সময় ইনসুলিন দিতে হয়।

(১) বিভিন্ন রকমের ইনসুলিন আছে, যেসব Rapid Action Insulin এগুলি খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু এদের প্রভাব বেশীক্ষণ থাকে না। হঠাৎ ব্লাডসুগার বেড়ে গেলে তা নিয়ন্ত্রণ করতে এটি সাহায্য করে।

(২) Long Acting Insulin— এটির কাজ করতে সময় লাগে এবং অনেকক্ষণ ধরে ব্লাড সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে খুব একটা ওঠানামা না করে।

(৩) Intermidiate Acting Insulin—যেমন, NPW Insulin, Pre-Mixed Insulin। এগুলির কাজ শুরুর সময় এবং কাজের সময়কাল প্রথম দুটির মাঝামাঝি।

সুতরাং ডায়াবেটিসের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের ইনসুলিন দিতে হয়। খাবারের আগেই ইনসুলিন দিতে হয়। খাবার খাওয়া ও ইনসুলিন ইঞ্জেকশনের মধ্যে অনেকক্ষণের তফাত হলে ব্লাড সুগার কমে গিয়ে বিপত্তি হতে পারে।

ইনসুলিন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় চামড়ার নীচে, Subcutaneous Tissue তে। মোটামুটি ৪৫° কোণ করে দিতে হয়। ইনসুলিন সিরিঞ্জ অথবা পেন দিয়ে দেওয়া যায়। পেন দিয়ে দিলে ব্যাথা হয় না বললেই চলে, কিন্তু এর খরচ বেশী। একটু দেখে নিলে নিজেই দেওয়া যায়। যার দরকার হয় তাকে ইনসুলিন তো দিতেই হবে।

ইনসুলিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা সাইড এফেক্ট কিছু কিছু আছে। যেমন—ইঞ্জেকশনের জায়গা ফুলে যাওয়া, প্রাথমিক ওজন বৃদ্ধি পাওয়া, কখনও বা Fat Necrosis, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ---হাইপোগ্লাইসেমিয়া (Hypo glycaemia), অর্থাৎ ব্লাড সুগার কমে যাওয়া।

হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে শরীর দুর্বল লাগা, মাথা ঝিমঝিম করা, অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, বুক ধড়ফড় করা প্রভৃতি হয়। ব্লাড সুগার খুব কমে গেলে খিঁচুনি হতে পারে (Controul lows) এবং রোগী অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে। অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকলে এবং তার সঙ্গে অতিরিক্ত পরিশ্রম হলে, অথবা ইনসুলিন নেওয়ার অনেকক্ষণ পরে খাবার খেলে বা ইনসুলিনের মাত্রা বেশী হলে এই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। রোগীকে সজ্ঞানে সকালে মিষ্টিজাতীয় পদার্থ বা গ্লুকোজ খাইয়ে দিতে হবে। জ্ঞান না থাকলে ডেক্সট্রোজ ইঞ্জেকশন দিতে হবে। কখনও বা গ্লুকাগন (Glucagon) ইঞ্জেকশন দিতে হয়।

খাবার আগে ইনসুলিন নিলে, বা মাঝে মাঝে কিছু খেয়ে নিলে এই অবস্থা এড়িয়ে চলা যায়। ডায়াবেটিস রুগীদের এই সম্ভাবনার কথা মাথায় রাখতে হবে এবং সঙ্গে ক্যান্ডি, চকোলেট প্রভৃতি মিষ্টিজাতীয় পদার্থ রাখতে হবে এবং ওইসব উপসর্গ দেখা দিলেই খেয়ে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে ইনসুলিনের নতুন মাত্রা ঠিক করতে হবে।

ইনসুলিন ট্যাবলেট (Oral Insulin) নিয়ে দাবী অনেকদিনের। কিন্তু এখনও অবধি কোন সমাধান পাওয়া যায় নি, তবে সম্ভাবনা আছে। পাওয়া গেলে অনেক রুগীই উপকৃত হবে।

ইনসুলিন ইনহেলার এসেছে, কিন্তু তার প্রয়োগ খুবই সীমিত। এর বিভিন্ন সাইড এফেক্টও আছে। যেমন—নাকে অস্বস্তি Nasal Irrigation প্রভৃতি। Smoker দের ক্ষেত্রে, বা হাঁফানি, COPD প্রভৃতি ফুসফুসের অসুখ থাকলে এটি ব্যবহার করা যায় না।

যখন ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমে যায়, সেই অবস্থাকে Insulin Resistance বলা হয়। সাধারণতঃ টাইপ টু ডায়াবেটিসে এই অবস্থা দেখা যায়। ওজন বেশী হওয়া (Obesity), শুয়ে, বসে থাকা (Sedetary Life Style) প্রভৃতি থাকলে এই অবস্থা দেখা দিতে পারে।

সম্পাদকীয়

মৃতের অসম্মান

নদীর জলে ভেসে আসছে মৃতদেহ। একটা-দুটো নয়, অনেক, অনেক। একদিনের জন্য নয়, একের অধিক দিন। এই মৃতদেহগুলোর কোনও ঠিকুজি নেই। লবণাক্ত জলে দীর্ঘসময় থাকার ফলে শবে পচন ধরেছে। ফলে শনাক্তকরণ একেবারেই অসম্ভব। এই অতিমারির সময়ে এত লাশ—মনে করা হচ্ছে লাশগুলো কোভিড আক্রান্ত মৃতদেহের। বিহার প্রশাসনের মতে, লাশগুলো উত্তরপ্রদেশ থেকে ভেসে এসেছে। অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন এই লাশের মালিকানা নিতে রাজি নয়। এসবই অনুমান। অনেকের মতে, অ্যাম্বুলেন্সে করে মৃতদেহ এনে কোনও সেতু থেকে তা গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে। মৃতের সংখ্যা কমিয়ে দেখাবার জন্যই এই প্রচেষ্টা। মৃতের লাশ গায়েব করে জীবিতরা সাধু সাজছে। এইসব প্রশ্ন অপ্রয়োজনীয়। নদীতে ভেসে আসা লাশ প্রমাণ করছে দেশে স্বাস্থ্যের পরিকাঠামো 'খুব সুরত' নয়। বিশ্বের অর্থনীতিতে এই দেশ একদিন চালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে বলে কিছুদিন আগেও এই স্বপ্ন দেখেছিলেন অনেকে। সেই দেশেই চিকিৎসা ব্যবস্থার হাল, বেহাল হয়ে রয়েছে। অর্থাভাবে দেশে নাগরিকদের চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া যাচ্ছে না। আবার এই দেশেই কোটি কোটি টাকা খরচ করে মূর্তি তৈরি হচ্ছে, সেন্ট্রাল ভিস্টা গড়ার পরিকল্পনা হচ্ছে। অথচ ভেতরের ছবিটা কী মারাত্মক!

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে মহামারীতে এসব ঘটনা ঘটেছিল। কলেরা ও প্লেগে যখন জনপদ উজাড় হয়ে যাচ্ছে, তখন মানুষ নিরুপায় হয়ে প্রিয়জনের শেষকৃত্যের দায়ও বহন না করে লাশ নদীতে অথবা জঙ্গলে ফেলে এসেছে। একাজে নিষ্ঠুরতার ছাপ থাকলেও মানুষের অসহায়তাই এখানে বিবেচ্য।

তৎকালীন ভারতের সঙ্গে এখনকার ভারতের বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ ভারত। এখানে নির্বাচিত সরকার রয়েছে। দেশের ১৪০ কোটি মানুষের জীবনের অধিকার, মৃত্যু পরবর্তী সম্মানের অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের। যে নাগরিকের শেষকৃত্যের সম্মানজনক অধিকারটুকু পদে পদে লঙ্ঘিত হচ্ছে, তার দায়িত্ব কে নেবে? সরকারকেই এই দায়িত্ব বহন করতে হয়। 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' বলে যে মন্ত্র আমরা এতদিন আমাদের মনের মধ্যে লালন করেছি, তা এত অল্প সময়ের ব্যবধানে ভেঙে যাবে, এ তো কল্পনারও অতীত। আমাদের দেশের এই বৃহৎ গণতন্ত্রকে 'বে আব্রু' হওয়া থেকে নিরত করতেই হবে। আমরা আর সেই পুরনো মন্বন্তরে ফিরে যেতে চাই না।

ধর্ম

স্বামী বিবেকানন্দ

হিন্দু, জরথুষ্ট্রীয় ও ইহুদী—এই তিনটি ধর্মই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বর্তমান কাল অবধি এই পৃথিবীতে প্রচলিত রহিয়াছে। এই ধর্মগুলির প্রত্যেকটিই প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিয়াছে, তথাপি লুপ্ত না হইয়া এগুলি যে এখনও জীবিত আছে, তাহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহাদের মধ্যে মহতী শক্তি নিহিত আছে। কিন্তু একদিকে যেমন ইহুদী-ধর্ম তৎপ্রসূত খ্রীস্টধর্মকে আত্মসাৎ করিতে পারা তো দূরের কথা, নিজেই ঐ সর্বজয়ী ধর্ম দ্বারা স্বীয় জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছ, এবং অতি অল্পসংখ্যক পারসী মাত্র এখন মহান জরথুষ্ট্রীয় ধর্মের সাক্ষিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, অপরদিকে আবার ভারতবর্ষে সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে, মনে হইয়াছে যেন বেদোক্ত ধর্মের ভিত্তি পর্যন্ত নড়িয়া গেল, কিন্তু প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় সাগরসলিল যেমন কিছু পশ্চাৎপদ হইয়া সহস্রগুণ প্রবল বেগে সর্বগ্রাসী বন্যারূপে ফিরিয়া আসে, সেইরূপ ইহাদের জননীস্বরূপ বেদোক্ত ধর্মও প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হইয়া আলোড়নের অগ্রগতি শেষ হইলে ঐ সম্প্রদায়গুলিকে সর্বতোভাবে আত্মসাৎ করিয়া নিজের বিরাট দেহ পুষ্ট করিয়াছে। বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্ক্রিয়াসমূহ বেদান্তের যে মহোচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি মাত্র, সেই সর্বোৎকৃষ্ট বেদান্তজ্ঞান হইতে নিম্নস্তরের মূর্তিপূজা ও আনুষঙ্গিক নানাবিধ পৌরাণিক গল্প পর্যন্ত সবকিছুরই, এমন কি বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, জৈন্যদের নিরীশ্বরবাদ এগুলিরও স্থান হিন্দুধর্মে আছে।

সুকান্ত ভট্টাচার্য	— পাখিদের মাতামাতি বুঝি মুক্তি নয় অসম্ভব, যদিও ওঠেনি সূর্য, তবু আজ শুনি জনরব।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	— যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা আছে, সেই দস্যুর কার্যের নাম দস্যুতা, যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা নেই, তাহার দস্যুতার নাম বীরত্ব।
ফ্রাঞ্জ ফ্যানন	— মানুষকে সব কিছুই বোঝানো দায়, তবে একটিই শর্তে, আপনি যদি আদৌ চান না যে তারা বুঝুক।
জীবনানন্দ দাশ	— যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখিনি, সেই নারীর মতো ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠেছে

মাসতামামি

১ জুন — কলকাতায় প্রথম এলেন হো চি মিন ১৯৪৬
নয়া পয়সাকে পয়সায় রূপান্তরিত করা হল ১৯৬৪
২ জুন — ভারতের ২৯ তম রাজ্য তেলেঙ্গানার জন্ম ২০১৪
পি এল ও গঠন হল ১৯৬৪
৩ জুন — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্রিটিশ সরকার নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত করল ১৯১৫
লোকসভায় প্রথম মহিলা স্পিকার হলেন মীরা কুমার ২০০৯
৪ জুন — লোকসভার স্পিকার নির্বাচিত হলেন সোমনাথ চ্যাটার্জি ২০০৪
৫ জুন — বিশ্ব পরিবেশ দিবস
আমেরিকার সংবিধানের ১৯তম সংশোধনে সেই দেশে মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়া হল ১৯১৯
৬ জুন — শিবাজী নিজেকে দেশের রাজা বলে ঘোষণা করলেন ১৬৭৪
৭ জুন — শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন পতুর্গীজরা ১৮১৮
৮ জুন — ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে প্রথম আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা চালু হল ১৯৪৮
হাবিব তনবীরের প্রয়াণ ২০০৯
৯ জুন — বিপ্লবী দীনেশ চন্দ্র মজুমদারের ফাঁসি ১৯৩৪
প্রধানমন্ত্রী হলেন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ১৯৬৪
১০ জুন — তৃতীয় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানালের পতন ১৯৪৩
অটোমানরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল আরববাসীরা ১৯১৬
১১ জুন — সন্ত্রাসবাদ দমনে সোভিয়েত রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ১৯৪২।
লেখক প্রমথনাথ বিশীর জন্ম ১৯০১
১২ জুন — নেলসন ম্যান্ডেলা এবং তাঁর সাত সঙ্গীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ ১৯৬৪
১৩ জুন — ঘর থেকে বেড়িয়ে ভ্রমন শুরু করলেন ইবন বতুতা ১৩২৫
১৪ জুন — চে গুয়েভারার জন্ম ১৯২৮
আঙ্কল টমস কেবিন-এর লেখক হ্যারিয়েট বুচার স্টো-র জন্ম ১৮১১
১৫ জুন — ঔরঙ্গজেবকে সিংহাসন চ্যুত করা হল ১৬৫৯
কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ চালু হল ১৯০৮
১৬ জুন — জিয়োভানি বোক্কাচিও-এর জন্ম ১৩১৩
ভ্যালেন্টিনা তেরেশকোভা প্রথম মহিলা মহাকাশচারী মহাকাশে গেলেন ১৯৬৩
শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২০
১৭ জুন — বিশ্ব খরা ও মরুভূমি দিবস
আমেরিকায় ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি ফাঁস ১৯৭২
ফ্রান্সে শেষ গিলোটিন করা হল ইউজেন ওয়াইডম্যানকে ১৯৩৯
১৮ জুন — যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঝাঁসির রানী লক্ষীবাঈয়ের মৃত্যু ১৮৫৮
জর্জ ডিমিত্রভের জন্ম ১৮৮২
অ্যাংলো-আমেরিকার যুদ্ধ ১৮১২
প্রথম হলদিঘাটের যুদ্ধ শুরু ১৫৭৬
১৯ জুন — কলকাতা-ঢাকা বাস সার্ভিস চালু হল ১৯৯৯
রজনী পাম দত্তের জন্ম ১৮৯৬
গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে শাস্তি হল জুলিয়াস এবং তার স্ত্রী এথেল রোজেনবার্গের ১৯৫৩
২০ জুন — ফরাসী বিপ্লব শুরু ১৭৮৯
গোয়ালিয়র দুর্গ ব্রিটিশদের দিয়ে দেওয়া হল ১৮৫৮
২১ জুন — চিত্রকর বিকাশ ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪০
ভারতের শেষ গভর্নর নিযুক্ত হলেন রাজা গোপালাচারী ১৯৪৮
ফরাসী দার্শনিক জিন পল সার্ত্রের জন্ম ১৯০৫
২২ জুন — তৃতীয় কমিউনিস্ট ও ইনটারন্যাশনালের সম্মেলন শুরু মস্কোতে ১৯২১
সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বিতাড়িত হিটলার ১৯৪১
ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করলেন সুভাষচন্দ্র বোস ১৯৪০
বিপ্লবী গণেশ ঘোষের জন্ম ১৯০০
২৩ জুন — পলাশীর যুদ্ধ শেষ হল ১৭৫৭
'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-র লেখক হরিচরন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৬৭
২৪ জুন — জার্মান ভাষায় প্রথম কমিউনিস্ট ইসতেহার প্রকাশিত হল ১৮৭২
ভিয়েতনামের সংযুক্তিকরণ ১৯৭৬
নৃত্যশিল্পী সংযুক্তা পানীগ্রাহীর জন্ম ১৯৪৪
স্ট্যালিনের নেতৃত্বে মস্কোর রেড স্কোয়্যারে ঐতিহাসিক প্যারেড ১৯৪৫
২৫ জুন — ভারতে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি হল ১৯৭৫
কোরিয়ার যুদ্ধ শুরু ১৯৫০
মোজাম্বিকের স্বাধীনতা ১৯৭৪
ক্রোয়েশিয়া এবং স্লোভেনিয়ার স্বাধীনতা ১৯৯১
২৬ জুন — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৩৮
২৭ জুন — হেলেন কেলারের জন্ম ১৮৮০
২৮ জুন — পঞ্চশীল নিয়ে নেহেরু এবং চৌ-এর যৌথ বিবৃতি ১৯৫৪
পি ভি নরসিমা রাও- প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জন্ম ১৯২১
মার্সিডিজ বেনজ কারখানা স্থাপিত হল ১৯২৬
অর্থনীতিবিদ এবং নোবেল প্রাপক মহম্মদ ইউনুসের জন্ম ১৯৪০
২৯ জুন — প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের জন্ম ১৮৯৩
মীরজাফরকে নবাবের আসন থেকে সরানো হল ১৭৫৭
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৬৪
আগুনে ভস্মীভূত লন্ডনের গ্লোব থিয়েটার ১৬১৩
৩০ জুন — সিধো কানহুর নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু ১৮৫৪
সতীশ পাকড়াশির প্রয়াণ ১৯৭৩
বিশ্বে প্রথম ইমার্জেন্সি জরুরি টেলিফোন নাম্বার ৯৯৯ চালু হল লন্ডনে ১৯৩৭
হংকংয়ের শাসনভার চিনের হাতে তুলে দিল ইংল্যান্ড ১৯৯৭

বলতে হবে বারে বারে

পারিজাত বোস

জনস্বাস্থ্য নিয়ে সম্প্রতি 'আমেরিকান ইনস্টিটিউট ফর ইকনমিক রিসার্চ'-এর ডাঃ মার্কিন কুলডর্ফ একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন, 'কোভিড' অতিমারির মধ্যে আমরা জনস্বাস্থ্যের নীতি এবং আদর্শগুলো ভুলে গেছি।' আবার ইত্যবসরে অনেক গণ্যমান্য মানুষও বলেছেন, 'এভাবে চলবে না'। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে কীভাবে চলবে? এর উত্তরটা রয়েছে প্রতিদিনকার অনুশীলনের মধ্যে। এদেশের মানুষের মধ্যে কয়েক হাজার বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই অভিজ্ঞতাকে আমরা আমল না দিয়ে সব ভুলতে বসেছি। এর ফলেই, রোগের প্রাদুর্ভাব, রোগনির্ণয়, প্রতিষেধক আর চিকিৎসা নিয়ে আর্তনাদ আর থামতেই চায় না।

জনস্বাস্থ্যকে ধরে রাখতে হলে তার পদ্ধতি থেকে উৎপন্ন সুবিধা এবং ক্ষতি উভয় দিকটাকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। জনস্বাস্থ্য নিয়ে এই সমাজে অনেকেই ভাবনা-চিন্তা করেন। প্রতিক্ষণই তাঁরা সমাজের স্বাস্থ্য নিয়ে উৎকণ্ঠায় ভুগছেন। অতিমারি পরিবেশে তাৎক্ষণিক নিয়মকানুনের থেকে এখানে দরকার বেশি দূরদৃষ্টি। কারণ একবার একটা সামান্য ভুলের কারণে অসুখের যাবতীয় দুর্ভোগ সচ্ছল মানুষের থেকে অসচ্ছল মানুষ বা অসহায়দের ওপর বর্তাতে পারে। যদি এরকম হয় তবে তা নিতান্তই মর্মান্তিক। অসুস্থের রোগ নির্ণয় করাটা অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। যারা এই মুহূর্তে সুস্থ রয়েছেন এবং কোন উপসর্গ নেই তাঁদের রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা করাটা জনস্বাস্থ্যের প্রাথমিক নিয়মের আওতায় পরে না এবং তা ক্ষতিকর। মানুষের সামগ্রিক বিশ্বাস আর ভরসার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে জনস্বাস্থ্য। প্রশাসন এবং চিকিৎসকদের ওপর মানুষের ভরসাটাও থাকা চাই-ই।

বিশ্ব থেকে 'কোভিড' নির্মূল করতে গিয়ে যুদ্ধের কথা বললে, আচার-আচরণে আতঙ্ক সৃষ্টি হলে মানুষের আস্থা উবে যায়। মানুষকে বোকা আর অপরিণত ও বিশৃঙ্খল ভেবে নিলে আর অবশিষ্ট রইল কি? নির্মম সত্যটা হল, জনস্বাস্থ্য রক্ষা করার দায়িত্বটা যাদের ওপর, তাঁদের প্রথম শর্তটাই হল সততা। প্রতিটি পর্যায়ে এর উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে হবে মানুষের সামনে।

জনস্বাস্থ্য নিয়ে যুক্তিপূর্ণ, সুস্থ বিতর্কের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। এখন আমাদের সামনে রয়েছে প্রচুর তথ্য। সেকারণেই জীবনমরণ নিয়ে কোনও প্রশ্নই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ধমকে চমকে কিছু হয় না। তার থেকে বরং ভাল, মানুষের কাছে যাওয়া। তাদের চিন্তা-ভাবনা, সুপারিশ, ক্রোধের কারণ, সমস্যা প্রভৃতি নিয়ে বোঝাপড়া করা। কারণ প্রতিটি সমস্যার সুরাহার পথ মানুষেরই কাছে আছে। তারাই সঠিক পথের সন্ধান দেবেন।

চারিদিকে এই বিষয়ে পরিবেশের মধ্যে প্রশ্ন অনেক। এই সময় ডাক্তারদের করণীয় কি? তারা কি রোগিকে বাঁচাবার এবং নিজে বাঁচবার দিকে বেশি নজর দেবেন? তা না করে গবেষণার মান, ওষুধের কার্যকারিতা, টিকার চরিত্র নিয়ে ভাবতে বসবেন। বর্তমানে যে অতিমারি চলছে, যার জন্য কেউ ই তেমন প্রস্তুত ছিল না। ফলে তথ্যপ্রমাণ, যুক্তি কার্যকারিতা এসব নিয়ে মুখ না খোলাটাই শ্রেয়। এসব থাকলে ভাল আর না থাকলে শুধু মানুষের মৃত্যুর স্রোত আটকে দেওয়াটাই ডাক্তারদের কর্তব্য হওয়া উচিত। এখানে আবার প্রতিপক্ষদের বক্তব্য ভিন্ন। তাঁরা বলছেন, অতিমারির ইতিহাস নতুন নয়। ফলে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতাও রয়েছে। যে ওষুধ আর যে চিকিৎসার মধ্যে স্বচ্ছ যুক্তি রয়েছে, তার ওপর ভরসা রাখাটাই ঠিক কাজ। না হলে বিপদ বাড়বে। বিপদ তো বেড়েই রয়েছে। কারণ এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে যে কোনও ওষুধকে ভীষণ কার্যকরী বলে দেখানো। আর ওষুধের নেতিবাচক দিকগুলোকে চেপে রাখা। এসব তো হচ্ছে। তাই তথ্যের স্বচ্ছতা খুব জরুরি।

সমাজের সব স্তরেই এসব নিয়ে তর্ক চলছে। অবশ্য এখন প্রশ্ন তুললেই, তাতে রাজনীতির গন্ধ পান অনেকে। অথচ জনস্বাস্থ্যটা রাজনীতিরই একটি অংশ বিশেষ। নিউ নর্ম্যাল, কর্পোরেট এসব কথা এখন হামেশাই চলছে। আমরা এখন শিল্প সভ্যতার চতুর্থ পর্যায়ে প্রবেশ করেছি। ফলে ডিজিট্যাল তো বুঝতেই হবে। দেশের সব পরিকল্পনার ভালো এবং মন্দ দুটো দিকই আছে। এটা থাকাটাই স্বাভাবিক।

সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এই বিপর্যয়কে অতিক্রম করতেই হবে। কিন্তু কোনও হুমকির কাছে নত হয়ে এমন কাজ করাটা উচিত নয় যাতে মানুষের অধিকার এবং স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয়। ফলে গণটিকাকরণে কতটা যুক্তি রয়েছে, লকডাউনে কার সর্বনাশ হচ্ছে-এসব প্রশ্ন থাকবেই।

গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার উন্নতি তরান্বিত হচ্ছে না

কিশোরকুমার বিশ্বাস

দীর্ঘদিন ধরে চলমান কৃষক আন্দোলনের একটা প্রধান দাবি হল ২৬ টি কৃষিপণ্যের জন্য যে নূন্যতম সহায়ক মূল্য বা Minimum Support Price (MSP) ব্যবস্থা আছে তা বন্ধ না হওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে আইন করতে হবে। এই MSP ব্যবস্থার অর্থ হল বেশ কয়েকটি কৃষিপণ্যের ব্যাপারে সরকার প্রতি বছর একটা দাম নির্ধারণ করে এবং যদি কোন কৃষক পণ্যগুলি সরকারকে বিক্রি করতে চায় তবে ঐ নির্দিষ্ট দামে সেই ফসলটিকে তা যত পরিমাণই হোক সরকার কিনে নেবে। নির্ধারিত দাম এমনভাবে ঠিক করা হয় যাতে করে সেই ফসল বিক্রি হলে কৃষক কিছুটা লাভেই বিক্রি করতে পারবে। এই ব্যবস্থার কারণ হল ধান, গম, তৈলবীজ, তুলা, পাট, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি নির্দিষ্ট ২৬টি ফসলের দাম যেন কোনমতেই বাজারে এমন কমে না যায় যাতে কৃষকদের ঐ ফসলগুলি বিক্রি করে ক্ষতির শিকার হতে হয়। আন্দোলনরত কৃষকদের আশঙ্কা নতুন কৃষি আইন করে এই ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হবে এবং এর ফলে কৃষকদের ভবিষ্যতে বেঁচে থাকাই সম্ভব হবে না। অর্থাৎ কৃষকরা কৃষিপণ্যের দামে বাজারের ওপর নির্ভরশীল হতে চাইছে না। তবে দিন দিন MSP-র সুবিধা প্রাপ্ত চাষীদের সাহস বাড়লেও এখনও খুব কম কৃষকই এতে উপকৃত হন।

এবারে একটু অন্য চিত্র—পাঞ্জাবে সরকার MSP দিয়ে রেকর্ড পরিমাণ গম কিনল। মোট ১৩২.০৮ লক্ষ টন (LMT) গম কেনা হল কেবল পাঞ্জাবের চাষিদের কাছ থেকে। এটা একটা সর্বকালীন রেকর্ড। পাঞ্জাব সরকার লক্ষ্য স্থির করেছিল ১৩০ LMT বিক্রি করার। কিন্তু হল তার চেয়েও বেশি। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য মুখে বার বার বলছিলেন, MSP তোলা হবে না। এখনও পর্যন্ত তা ঠিকই আছে। আরো একটা বিষয় হল রাজ্যের সমস্ত কৃষকই গম বিক্রি করে সরকারের কাছ থেকে সরাসরি ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা পেয়েছেন। আগে টাকা আসত গমের মিলের মালিকের কাছ থেকে বা অন্যান্য agent -এর মাধ্যমে। গত বছরে ১৭০ LMT গম MSP তে বিক্রি করে পাঞ্জাবের চাষিরা।

এটা কি গ্রামোন্নয়নের সহায়ক?

সামগ্রিক বিচারে এর সঙ্গে গ্রামের উন্নতির কোন যোগাযোগ নেই। কারণ কৃষক আন্দোলনের কারণে কেন্দ্রীয় সরকার খুব তাড়াতাড়ি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা নেওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাছাড়া পাঞ্জাবেও নতুন করে বেশি মানুষ এই সুবিধা পায়নি। কারণ গত বছরে (২০২০) MSP তে গম বিক্রি করার সুযোগ পেয়েছিল ৮.৮ লক্ষ কৃষক। এবারের নতুন কৃষক সুযোগ পাওয়ার সংখ্যা এত কম যে হিসাবেই আসে না।

কৃষকের আয়বৃদ্ধি নিয়ে কিছু কথা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘোষণা করেছিলেন ২০২২ এর মধ্যে দেশের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা হবে। বহু অর্থনীতিবিদ্‌রা বাম এবং দক্ষিণপন্থী সহ, মন্তব্য করেছিলেন এটা সম্ভব হলে ভারত বিশ্বরেকর্ড করবে। কারণ পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানে ছয় বছরে কৃষক এর আয় দ্বিগুণ হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম চিন। যেখানেও আয় দ্বিগুণ হতে সাত বছরের বেশি লেগেছিল (১৯৭৮ থেকে ১৯৮৫) অথচ দেখা গেল কৃষকের আয় বৃদ্ধি তো দূরস্থান, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ সালে কৃষকের আয় বাড়ল না, বরং গ্রামীন কৃষি শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি কমেই গেছিল। খরা, নোট বন্দি, ঋণ পাওয়ার অসুবিধা ইত্যাদি কারণে তা হয়েছিল। সরকারের আর্থিক সহায়তার পরে একটা অংশের কৃষকের কিছুটা আয় বেড়েছে। তবে তা বিশেষ কিছু নয়। এর পরপরই এল অতিমারির সমস্যা।

তবে অনেকেই বলছেন অতিমারিতে একটা ভাল দিক হল কৃষিক্ষেত্র বেশ ভাল করেছে। তাই গ্রামীণ অর্থব্যবস্থা ঠিকই আছে। FMCG বিক্রির হিসাব দিয়ে অনেকে তা বোঝাতে বা বুঝতে চেয়েছেন। কিন্তু এই হিসাবে কাঁক ধার খোঁজ অনেকেই রাখতে চান না। ভাল বর্ষার কারণে ২০১৯-২০ তে অবশ্যই কৃষি উৎপাদন বেড়েছে। তবে শস্য যদি বাজারে বিক্রি না হয় তবে তা আয় বৃদ্ধির হিসাবে আসে না। লকডাউন থাকার কারণে বহু ফসল নষ্ঠ হয়েছে। বাজারে বিক্রির সুযোগই ছিল না কৃষকের। পরে যোগাযোগ চালু হলে বিক্রি বেড়েছিল। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার উন্নতি মানে কেবল কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি নয়।

বর্তমানে অর্ধেকের বেশি লোক অ-কৃষি কাজ করে

অনেক আগে থেকেই বহু মানুষ গ্রামাঞ্চলে অ-কৃষিকাজে যুক্ত হচ্ছে। কারণ কেবল কৃষিকাজের ফলে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এমনকী কৃষি কাজ করতে গেলেও যা পুঁজি লাগে, কৃষিপণ্য বিক্রি করে তা জোগাড় করার কোন নিশ্চয়তা নেই। এখন গ্রামের প্রায় ৬০% মানুষই অ-কৃষি কাজে যুক্ত। গত ২০১১ সার্সের জনগণনায় দেখা গেছিল ৪৫% মানুষ ভারতে অ-কৃষিকাজে যুক্ত। তাদের অনেকেই আবার কৃষিকাজও করেন। গ্রামীণ মানুষের আয়ে স্থিতিশীলতার জন্য নিজেদের আয় বাড়াবার জন্য নিয়মিত আয়ের ঝুঁকি কমানোর জন্য ছোটোখাটো ব্যবসা, কনস্ট্রাকশনের কাজে, transport -এর কাজ ক্ষুদ্র শিল্পের কাজ প্রকৃতির সুযোগ নেওয়া এখন জরুরি এবং এইক্ষেত্রটি বাড়ছে।

তাই গ্রামীণ মানুষের উন্নতি করতে গেলে কেবল কৃষি নয়, সামগ্রিকভাবেই দেশের উন্নতি জরুরি এবং গ্রামের স্থায়ী বিনিয়োগ বাড়িয়ে নূন্যতম মজুরির পরিমাণ বাড়িয়েই তা করতে হবে।

যে কাজগুলো সহজেই করা যায় কোভিডকে পর্যুদস্ত করতে

শরদিন্দু চ্যাটার্জি

“দ্রুত পরীক্ষা, দ্রুত ব্যবস্থা”–ই ঝুঁকির বোঝা কমাতে পারে। কোভিড ১৯ কে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সাথে সহজতর কিছু প্রয়োগ ও পদ্ধতি খুবই প্রয়োজন। কোভিডের শুরু থেকেই কিছু মানুষ রয়েছেন যারা বিভিন্ন অজুহাতে পরীক্ষা করাচ্ছেন না। আবার বহু মানুষ পরীক্ষা করাতে গিয়ে ফিরে আসছেন। কারণ টিকা গ্রহীতা এবং দাতার সমস্যা অনেক। বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব হচ্ছে না পরিকাঠামোর অভাবে। হাসপাতালে বহু মানুষের ভিড়ের কারণে ‘সুপার স্প্রেডিং ইভেন্ট’ হয়ে উঠতে পারে। এর বিকল্প র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট। এর অবশ্য সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই রয়েছে। এর তুলনায় আর টি পি সি আরও অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে ফলস পজিটিভ খুব কম ফলস নেগেটিভের তুলনায়। এই পরীক্ষায় ফল খুব অল্প সময়ে পাওয়া সম্ভব এবং এর খরচাও কম। ফলস নেগেটিভের সমস্যা দুর করা সম্ভব। র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে যদি নেগেটিভ আসে তবে রোগিকে সেই ফল না জানিয়ে সেই নমুনাটি আর টি পি সি আর এ পাঠাতে হবে। পজিটিভ কেসগুলোর ক্ষেত্রে আর টি পি সি আর এর প্রয়োজন নেই বললেই চলে। র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট নিয়ে প্রচার আরও দরকার। দরকার আরও সরকারি সাহায্যের যাতে পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব সংগঠনগুলোতে এই ব্যবস্থা করা যায়।

এবার কোভিড ১৯ গ্রামে ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে। আরও সংক্রমণ বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। তড়িঘড়ি লকডাউন ঘোষণার ফলে বিপদটা বেড়েছে। গ্রামে ‘হাতুড়ে ডাক্তার’, আশা কর্মী প্রভৃতিদের নিয়ে টিম করা জরুরি। সঙ্গে চাই টিকার যোগান। বলে রাখা ভাল বিনামূল্যে টিকাকরণের প্রয়োজন রয়েছে। দিনের বদলে রাতে টিকার ব্যবস্থা করলে মানুষের হয়রানি কমবে। অক্সিজেনের মাত্রার ওপর এই রোগের চিকিৎসা অনেকাংশে নির্ভরশীল। এই অবস্থায় গ্রামে গ্রামে পালস অক্সিমিটারের ব্যবস্থা করাটা খুবই জরুরি। কোভিড ১৯ হ্যাপি হাইপোক্সিয়া তৈরি করে, যেখানে অক্সিজেনের মাত্রা কমতে শুরু করলেও প্রাথমিক অবস্থায় শ্বাসকষ্ট হয় না। যখন হয়, তখন কিন্তু রোগিকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পরে। পালস অক্সিমিটারে রিডিং নেওয়ার নিয়ম এবং যন্ত্রটি স্যানিটাইজ করার পদ্ধতি খুব অল্প সময়ে মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। মোবাইল ফোনে অ্যাপভিত্তিক অক্সিমিটার ব্যবহার করা গ্রামে সম্ভবপর নয়।

বিশ্বের সব মানুষের কাছে প্রতিষেধক না পৌঁছলে অতিমারিকে ধ্বংস করা খুব একটা সহজ কাজ হবে না। আমাদের দেশে যখন সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে প্রতিষেধকের অভাব চরম অবস্থায় পৌঁছেছে, তখন বিশ্বের ধনতান্ত্রিক দেশ আমেরিকার কাছে প্রতিষেধকের জন্য আমরা হাত পেতে রয়েছি। আমাদের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর প্রতিষেধকের কাঁচামালের নিয়মিত সরবরাহ এবং যত বেশি সংখ্যক ডোজ ভারতে নিয়ে আসা যায় তার জন্য নিরবচ্ছিন্ন দৌত্য চালিয়ে যাচ্ছেন। নিউ ইয়র্কে ঘাঁটি গেড়েছেন তিনি। বাইডেন সরকারের প্রতিরক্ষা সচিব এবং বিদেশ সচিবের সঙ্গে বৈঠক করার জন্য তৎপর জয়শঙ্কর। তার আগে সে দেশের ওষুধ শিল্পের কর্তাদের সঙ্গে এক প্রস্থ বৈঠক করে নিয়েছেন তিনি। ভারতের মোদ্দা কথা কম দামে এবং বেশি পরিমাণে প্রতিষেধকের ব্যবস্থা আমেরিকার মাটি থেকেই করে যেতে হবে। এটা করা সম্ভব হলেই ভারতে টিকা নিয়ে যে সমস্যা চলছে, তার অনেকটাই সমাধান করা সম্ভব হবে।

মহল্লায়, মহল্লায় সেফ হোম, আইসোলেশন সেন্টার করার জন্য ক্লাব, স্কুল, কমিউনিটি হলগুলোকে কাজে লাগানো যেতে পারে। সরকারি সহযোগিতায় স্থানীয় সংগঠন, আবাসিক কমিটিরা উদ্যোগ নিলেই কাজটা সহজ হয়ে যায়। যাদের পরিবারে সদস্য কম, অতিরিক্ত ঘর নেই, তাদের এসব জায়গাতে নিয়ে আসা যেতে পারে। অক্সিজেন স্যাচিয়োরেশন ৯৩ শতাংশের নীচে হলে এসব জায়গায় অক্সিজেনেটেড শয্যার ব্যবস্থা এবং ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে হবে। সামান্য উপসর্গ যাদের আছে তাদের বাড়িতে কীভাবে থাকতে হবে, মাস্কের ব্যবহার, অক্সিমিটার দেখার নিয়ম সম্বলিত লিফলেট বিলি করতে হবে। ফোনের কলার টিউনে তা শোনানোর বন্দোবস্ত হলে খুবই ভাল হয়।

যে কথাটা অবশ্যই বলা প্রয়োজন তা হল, অক্সিমিটার, মাস্ক, স্যানিটাইজার, পিপিই কিট, শিল্ড, গ্লাভস, এপ্রন ইত্যাদির দাম বেঁধে দেওয়ার দরকার রয়েছে। কালো বাজারি বন্ধ করতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এসব বিষয়ে অভিযোগ জানাবার পদ্ধতিগুলো গণমাধ্যমে বার বার প্রচার করা হোক। এর সঙ্গে দুয়ারে রেশন, গণক্যান্টিন, অসংগঠিত ক্ষেত্রে ভাতার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। রেশনে মাস্ক, স্যানিটাইজার দেওয়া হোক। সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই পারে কোভিডকে হারাতে।

কবিতা

ভারতবর্ষ বেসামাল

অনির্বাণ কর

ঘরে কোথাও বারো-চোদ্দ-আঠারো ঘণ্টা পড়ে মৃতদেহ,
কোথাও-বা একুশ ঘণ্টা
মানুষ কোভিড-আক্রান্ত প্রিয়জনকে অ্যাম্বুলেন্সে করে
বাড়ি থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে
পথেই শেষ...
অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতাল ছুঁয়ে বাড়ির সামনের রাস্তায়
সেই দেহ ফেলে উধাও
বহু শিশু অনাথ
লাশঘর উপচে খোলা আকাশের নীচে গড়াগড়ি খাচ্ছে দেহ
শরীরে পোকা ধরে যাচ্ছে, গন্ধ—
ধাপায় লাশের সারি চুল্লিতে ওঠার অপেক্ষায়
লাশ ভাসছে নদীতে
টিভি খুললেই গণচিতা জ্বলছে
অনেক জায়গায় মাঠ, পার্ক, পার্কিং লট—সব অস্থায়ী শ্মশান
চিতা সাজানোর কাঠ নেই
সৎকারের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে
কবর দিতে-দিতে জায়গা শেষ
মরেও শান্তি নেই।
করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে ভারতবর্ষ বেসামাল।

করোনা-রোগীর চিকিৎসা মেলা ভার—
অ্যাম্বুলেন্স নেই
হাসপাতালে শয্যা নেই
শয্যা থাকলে ভেন্টিলেটর নেই, ওষুধ নেই, অক্সিজেনও...
বাজারে অনেক খোঁজার পরেও নেই
আবার কিছু আছেও বটে ঘাপটি মেরে কালোটাকায়।

বাঁচার জন্য যে টীকা নেওয়া, তাও শেষ
কেউ দুটো ডোজের মধ্যে একটা পেয়েছে, কেউ তাও না
আসলে মানুষের বাঁচার অধিকারই আর নেই
তবু ভোট আসে, সরকার হয় এবং আবারও সেই...।

অগ্নিবীনা বাজাও তুমি

অসীম ব্যানার্জি

অগ্নিবীনা বাজাতে হবে তোমাকে
যখন সত্য ধর্মের ধারক প্রথম পান্ডব
পথ চলে মহাপ্রস্থানের পথে
সঙ্গী সারমেয়।
অগ্নিবীনা বাজাতে হবে তখন
যখন তোমার লাঞ্ছনায় দুঃশাসনের
বক্ষরক্ত পান করা মধ্যম পাণ্ডব
সতত নীরব।
অগ্নিবীনা বাজাতে হবে তোমাকেই
যখন ধর্ষিতা তোমার আহ্বানে
টঙ্কার তোলে না তৃতীয় পাণ্ডবের গাণ্ডীব
অগ্নিবীনা বাজবে তোমার হাতে হে পাঞ্চালী
যখন তোমাকে লাঞ্ছিতা দেখেও চতুর্থ, পঞ্চম
পাণ্ডবসহ নতশিরে দণ্ডায়মান গোত্র-নামহীন
পরিচয় হীন তবুও জ্যেষ্ঠ পান্ডব, ভীষ্মদ্রোণ
কৃপাচার্যরা নপুংসকের মত।
তখন অগ্নিবীনা বাজাতে হবে তোমাকেই
হে পাঞ্চালী, বাজাতে হবে তোমাকেই।

বিশ্বাস

সঞ্জয় গোস্বামী

তোমাকে বিশ্বাস করেছি,
তোমাকে বিশ্বাসে কোন সন্দেহ ছিল না
মা যেমন ছেলেকে বিশ্বাস করে
শিশু যেমন মাকে বিশ্বাস করে
স্বামী যেমন স্ত্রীকে বিশ্বাস করে
রোগী যেমন ডাক্তারকে বিশ্বাস করে
ছাত্রী যেমন শিক্ষককে বিশ্বাস করে
সঞ্চয়কারী যেমন ব্যাঙ্ককে বিশ্বাস করে
আমিও নিঃসন্দেহে তোমাকে বিশ্বাস
করেছিলাম।
তুমিই আমাকে ডেকেছিলে খোলা মাঠে
উপরে বিস্তীর্ণ নীল আকাশ চাঁদোয়া,
অজস্র ঝিকিমিকি তারাদের সাক্ষী করে
বলে ছিলে বিশ্বাস করে মনের কথা
অসংখ্য প্রশ্নে জেনে ছিলে
আমার সঞ্চিত ব্যাথা বেদনার ইতিকথা
বিশ্বাস করেছিলাম, কোন সন্দেহ ছিল না।
বিশ্বাস করে ব্যয় করেছি অমূল্য সময়
খরচ করেছি ঘামঝরানো উপার্জন জলের মত
বিশ্বাস করেই সব সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে
ডাক পিয়নের কাছে পেয়েছি সুদৃশ্য কার্ড
তোমার বিয়ের নিমন্ত্রণ।

স্টেডিয়াম

মারাদোনার মৃত্যুতে রহস্য

বুয়েনস এয়ারেস-পরিকল্পনা করেই হত্যা করা হয়েছিল দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনাকে। কিংবদন্তি ফুটবলার মৃত্যুর তদন্তকারীদের অভিযোগ এটি। মারাদোনার চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা সাতজনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ

আনা হয়েছে। এদের মধ্যে অন্যতম স্নায়ু শল্য চিকিৎসক লিয়োপোল্দো লুকে এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আগুস্তিনা কোসাচফ। এই দু'জনকেই মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই অভিযোগ প্রমাণ হলে আট থেকে পঁচিশ বছর পর্যন্ত কারাবাস হতে পারে। গত বছর ৩০ অক্টোবর মারাদোনার ৬০ তম জন্মদিন ছিল। গত নভেম্বরে তিন নভেম্বরে মারাদোনার মাথায় রক্ত জমাট বাঁধার জন্য মারাদোনাকে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল। ১১ নভেম্বর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান তিনি। গত ২৫ নভেম্বরে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান মারাদোনা। এরপরেই তাঁর মৃত্যু নিয়ে নানারকম প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।

অলিম্পিক্স বাতিল হোক চাইছেন ডাক্তাররা

টোকিও-টোকিওতে অলিম্পিক্স বন্ধ করার জন্য দাবি জানালেন শহরের চিকিৎসকরা। তাঁদের মতে, করোনা সংক্রমণের চতুর্থ ঢেউ চলছে জাপানে। হাসপাতালে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অলিম্পিক্স শুরু হওয়ার সময়ও কমে আসছে। অবস্থার গতি প্রকৃতি বোঝা যাচ্ছে না। অলিম্পিক্স বন্ধ করা ছাড়া বিকল্প আর কিছুই নেই। প্রধানমন্ত্রীর দরবারে আবেদন পাঠানো হয়েছে। অতিমারির জেরে জাপানের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। প্রয়োজনে অলিম্পিক্স বন্ধ করতে জাপানের বিভিন্ন সংগঠন একসঙ্গে প্রতিবাদ জানাতে রাস্তায় নামবেন।

প্রয়াত ফ্র্যাঙ্কো

নিজস্ব প্রতিনিধি-ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম কারিগর ফরচুনাতো ফ্র্যাঙ্কো (৮৪) চলে গেলেন ১০ মে। ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে ভারতীয় দলে ছিলেন ফ্রাঙ্কো। গোয়ার একমাত্র অলিম্পিয়ার্স ছিলেন ফ্রাঙ্কো। মে মাসের শুরুতেই করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। কোভিড পরীক্ষার ফল নেগেটিভ থাকলেও গোয়ার এক হাসপাতালে সঙ্কটজনক অবস্থায় ভর্তি ছিলেন তিনি। ফ্যাঙ্কো স্মরণীয় হয়ে থাকবেন ১৯৬২ সালে এশিয়ান গেমসে অসাধারণ সাফল্যের জন্য।

ফিরলেন বেঞ্জেমা

নিজস্ব প্রতিনিধি-ছ'বছর পর ফের ফ্রান্স দলের জার্সি পরে মাঠে নামতে চলেছেন করিম বেঞ্জেমা। আসন্ন ইউরো কাপের জন্য ১৮ মে ২৬ জনের নাম ঘোষণা করেছেন ফ্রান্স দলের ম্যানেজার দিদিয়ে দেঁশ। সেই তালিকায় নাম রয়েছে রিয়েল মাদ্রিদ তারকারা। ২০১৫ সালে মহিলা সংক্রান্ত বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার কারণে জাতীয় দল থেকে বেঞ্জেমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। দলের ম্যানেজারও এবার বেঞ্জেমাকে নিতে চাইছিলেন না। কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে চলতি মরসুমে ৪৫ ম্যাচে ২৯টি গোল করেছেন তিনি। এসব দেখে শেষ পর্যন্ত ম্যানেজার রাজি হন বেঞ্জেমাকে দলে নিতে। তিনি বলেন, বেঞ্জেমা আসায় দলের শক্তি অনেক বাড়ল। কিলিয়ান এমবাপে, আঁতোয়া গ্রিজম্যান, অলিভিয়ের জিহু, অ্যান্থনি মার্সিয়ালস কিংসলে কোম্যানের সঙ্গে বেঞ্জেমার অন্তর্ভুক্তি নিঃসন্দেহে দলকে অনেক বেশি সুসংহত করবে।

করিম বেঞ্জেমা

গ্রেপ্তার সুশীলের চার সঙ্গী

নয়াদিল্লি-কুস্তিগীর সুশীল কুমারের অন্ধকার জগতের যোগাযোগ নিয়ে এখন প্রচুর খবর পাওয়া যাচ্ছে। গ্রেপ্তারের পর ২৩ মে কোর্ট সুশীলকে

ছয় দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। জানা গেছে, তরুণ কুস্তিগীর সাগরের ওপর হামলার পরিকল্পনা অনেক আগে থেকেই করেছিল সুশীল। সেই মতো হরিয়ানা থেকে চার জন কুখ্যাত গুন্ডাকে ভাড়া করাও হয়েছিল। সেই চারজনকেই ২৬ মে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এরা সকলেই হরিয়ানার বাহাদুরগড়ের আসোদা গ্রামের বাসিন্দা। এই চারজন দুষ্কৃতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

জিদানের পদত্যাগ

ফ্রান্স-চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার এক বছর আগেই পদত্যাগ করলেন রিয়াল মাদ্রিদের ম্যানেজার জিনেদিন জিদান। এই ফরাসি প্রশিক্ষক এবার একটিও খেতাব দিতে পারেন নি তার ক্লাবকে।

কোচের দায়িত্বে দ্রাবিড়

মুম্বই-বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও টেস্ট সিরিজের দল নিয়ে ইংল্যান্ডে

ব্যস্ত থাকবেন রবি শাস্ত্রী। তাই আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরে পাঠানো হচ্ছে রাহুল দ্রাবিড়কে। শুধুমাত্র সীমিত ওভারের ক্রিকেট খেলতে শ্রীলঙ্কায় যাচ্ছে ভারতীয় দল। তিনটি ওয়ান ডে এবং তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলার কথা ভারতের। ভারতের সিনিয়র দলের সঙ্গে এটাই দ্বিতীয় সফর হতে চলেছে দ্রাবিড়ের। ২০১৫ সালে ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলের ব্যাটিং পরামর্শদাতা হিসেবে গিয়েছিলেন তিনি। এবার কোচ হিসেবে নতুন পরীক্ষা দ্রাবিড়ের।

বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে হোল্ডিংয়ের প্রতিবাদ

বার্বাডোজ-একবছর আগে মিনেসোটায় শ্বেতাঙ্গ পুলিশের অত্যাচারে মৃত্যু হয়েছিল কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক জর্জ ফ্লয়েডের। শুরু হয়েছিল 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলন। খেলার মাঠেও ছড়িয়ে পড়ে এই প্রতিবাদের আগুন। সেই ঘটনার একবছর পরে কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার মাইকেল হোল্ডিং জানাচ্ছেন, পৃথিবী থেকে বর্ণবিদ্বেষ একেবারে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। তাঁর মতে, সমাজ থেকে যত অপরাধ কমবে, ততই বর্ণ বিদ্বেষের কালো ছায়া দুরে সরে যাবে। তিনি আরও বলেন, 'আমি কবরে না যাওয়া পর্যন্ত এইভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে যেতে পারি, কিন্তু কখনই অন্য কাউকে বলব না, আমার রাস্তা নাও।' নিজে কৃষ্ণাঙ্গ হওয়ার কারণে বারবার অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছে হোল্ডিংকে। প্রতিবাদ করারও চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পরিস্থিতির জন্য চুপ করে থাকতে হয়েছিল তাঁকে। ৬৭ বছরের এই প্রাক্তন ফাস্ট বোলার এখন ইংল্যান্ডে বসবাস করছেন। হোল্ডিং মনে করেন, বর্ণবিদ্বেষ ঠেকাতে ইংল্যান্ডে জোরালো প্রতিবাদ গোছের কাজ কিছু হচ্ছে না।

জুভেন্টাস, পিএসজি চ্যাম্পিয়ন

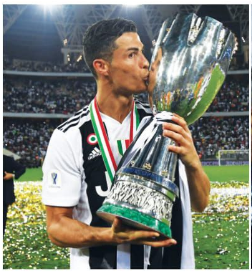

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং কিলিয়ান এমবাপে

তুরিন, ২০ মে-ইতালিয়ান কাপের ফাইনাল খেলায় গোল পেলেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তবুও চ্যাম্পিয়ন হল জুভেন্টাস। ফাইনালে জুভেন্টাস ২-১ হারিয়েছে আটলান্টাকে। সিরি 'এ' লিগে জুভেন্টাসের খেলা হতাশ করছে সকলকে। ইতালিয়ান কাপের সাফল্যের পর হয়ত কিছুটা চাঙ্গা হবে জুভেন্টাস। ১৪ তম ইতালিয়ান কাপ জিতল তারা। প্রিয় ক্লাবের হয়ে শেষ ট্রফি জিতলেন কিংবদন্তি গোলকিপার গিয়ানলুইগি বুফো। খেলার ৩ মিনিটে প্রথম গোল দেয় জুভেন্টাস। বিরতির আগে সমতা ফেরে আটলান্টার গোলে। শেষ অর্ধের ৭৩ মিনিটে জুভেন্টাসের ফেডেরিকো চিয়েসা জয়সূচক গোলটি করেন। এদিন মাঠে লাল কার্ড দেখেন আটলান্টার ডিফেন্ডার রাফায়েল। এক বছরেরও বেশি সময় পর ইতালিতে দর্শক এসেছিল স্টেডিয়ামে। জন্মদিনে ট্রফি জিতে খুশি কোচ পিরলো।

অন্যদিকে ফ্রেঞ্চ কাপের ফাইনালে খুব সহজেই জিতল প্যারিস সাঁ জাঁ। তারা ২-০ হারাল মোনাকাকে। যদিও এই মরসুমে প্যারিস সা জাঁ-র ফরাসি লিগ ওয়ান জেতাটা নিশ্চিত নয়। টেবলে তারা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। শীর্ষে রয়েছে লিল। শেষ ম্যাচে কিলিয়ান এমবাপেদের (পি এস জি) জিততেই হবে। প্যারিস সাঁ জাঁ-তে একাই খেলে যাচ্ছেন এমবাপে। কিন্তু এভাবে তো একটা কাপ জেতা কখনই সম্ভব নয় একার পক্ষে। সঙ্গে দেখার লিল পয়েন্ট নষ্ট করে কিনা। সেটা হলেই পিএসজি লিগ চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে।

জয়ী লিভারপুল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে বার্নলেকে ৩-০ হারিয়ে চারে উঠে এল লিভারপুল। আগামী মরসুমে চ্যাম্পিয়ন লিগে খেলার আশা জিইয়ে রাখল লিভারপুল। এই' খেলায় গোল করেছেন রবার্তো ফিরমিনো, নাথানিয়েল ফিলিপস, এবং অ্যালেক্স চেম্বারলিন। লিস্টারের সঙ্গে একই পয়েন্টে থাকলেও গোলের সংখ্যায় এগিয়ে রয়েছে লিভারপুল।

রেকর্ড লেয়নডস্কির

নিজস্ব প্রতিনিধি-টানা ন'বার বুন্দেশলিগা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উদাহরণ সৃষ্টি করছে বায়ার্ন মিউনিখ। ১৫ মে অ্যাওয়ে ম্যাচে ফ্রেইবার্গের

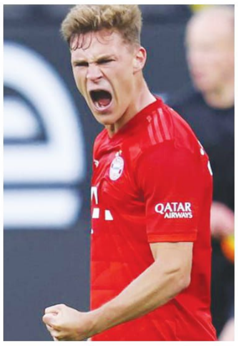

বিরুদ্ধে দু'বার এগিয়ে থেকেও ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ করতে হল তাদের। ম্যাচের ফল ছিল ২-২। এই ম্যাচে একটি গোল পান বায়ার্নের লেয়নডস্কি। চলতি মরসুমে বায়ার্নের হয়ে ৪০ গোল করলেন তিনি। মনে মনে তিনি চান মূলারের রেকর্ডটি ভেঙে ফেলতে। যার ফলে তিনি ছুঁয়ে ফেললেন জার্মান লিগে কিংবদন্তি গার্ড মুলরের ৪৯ বছর ধরে অক্ষত রেকর্ডকে। বুন্দেশলিগায় লেয়নডস্কির গোল সংখ্যা ২৭৬। যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। গার্ড মুলার এক মরশুমে ৪০ গোল করেন। আরও একটি ম্যাচ বাকি রয়েছে। সেই ম্যাচে লেয়নডস্কি গোল পেলে, ভেঙ্গে যাবে গার্ড মুলারের রেকর্ড।

প্রয়াত ভরদ্বাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি-বক্সিংয়ে দেশের প্রথম দ্রোণাচার্য পুরস্কারে সম্মানিত কোচ ওম প্রকাশ ভরদ্বাজ প্রয়াত হলেন ২১ মে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২। দশ দিন আগে তাঁর স্ত্রী প্রয়াত হন।

মেডিসিন, হার্ট, ডায়াবেটিসের চিকিৎসায়—
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MD (MEDICINE)
মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি সময় ২-৩০ মিনিট
সেরাম পলিক্লিনিক
৩২এ, রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪
(শ্যামবাজার মনীন্দ্র কলেজের পাশের গলিতে)
যোগাযোগ ঃ 8697144314/8777052022

করোনায় সংগঠনের কর্মসূচীর কিছু খণ্ড চিত্র

উল্টোডাঙ্গায় খাদ্য বিতরণ নিজস্ব চিত্র

বিদ্যাসাগর কলেজের সামনে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচী শুরু হওয়ার প্রাক্কালে নিজস্ব চিত্র

অল মাই ফ্রেন্ডসের সহযোগিতায় খাদ্য বিতরণ নিজস্ব চিত্র

দিগন্ত ব্যায়ামাগারের সামনে কর্মসূচী শুরু করার প্রস্তুতি চলছে নিজস্ব চিত্র

২৯ পল্লি কালীপুজো কমিটির সহযোগিতায় খাবারের প্যাকেট দেওয়া হচ্ছে নিজস্ব চিত্র

বাগবাজারে মা সারদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে কর্মসূচী নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্ছার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) রজত বোস, ৩) অনুপম রায়, ৪) রামকৃষ্ণ বসাক, ৫) শীলা নন্দী , ৬) শৈলেন পাল, ৭) মালঞ্চ সাহা, ৮) প্রিয়জিত ভৌমিক, ৯) অমল বোস, ১০) এস এস চন্দ, ১১) রুবী মণ্ডল, ১২) গোপাল সাহা, ১৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ১৪) ববিতা দাস, ১৫) সুদীপা কর্মকার, ১৬) তপন ব্যানার্জি, ১৭) অশোক পাল, ১৮) প্রদীপ পাত্র, ১৯) সৈকত মুখার্জি, ২০) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ২১) সঞ্চয় সাহা, ২২) পার্থ দাস, ২৩) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ২৪) সন্দীপ মিল, ২৫) তাপস কুমার চক্রবর্তী, ২৬) রিক্তা বিশ্বাস, ২৭) সুমনা কর, ২৮) অভিষেক কুমার মিত্র, ২৯) কৃতান্ত মণ্ডল, ৩০) পরিমল রায় চৌধুরী, ৩১) নবনীতা পাল, ৩২) রণিতা মিত্র, ৩৩) কুহু চ্যাটার্জি, ৩৪) দেবশঙ্কর নন্দী, ৩৫) অদিতি বসু, ৩৬) নমিতা পাল, ৩৭) মধু শেঠ, ৩৮) মধুমিতা পাত্র, ৩৯) অরবিন্দ নন্দী, ৪০) রাসবিহারী ব্যানার্জি, ৪১) পুলক শূর, ৪২) রুদ্র রায়, ৪৩) ডা. পি. কর্মকার, ৪৪) রীণা ঘোষাল, ৪৫) দেব পাল, ৪৬) রীতেশ ঘোষ, ৪৭) অমিতাভ সিনহা, ৪৮) মৌমিতা ঘোষ, ৪৯) শুভময় কুণ্ডু, ৫০) রেশমি নায়েক, ৫১) স্বপন দে, ৫২) চিত্রা শীল, ৫৩) আবীর চ্যাটার্জি, ৫৪) মীনাক্ষী পাল, ৫৫) সুবীর অধিকারী, ৫৬) সৌগত ভট্টাচার্য্য, ৫৭) সব্যসাচী বোস, ৫৮) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ৫৯) অভিজিৎ মাহাতো, ৬০) ইরা দত্ত, ৬১) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ, ৬২) শেখ নাজিবুল রহমান, ৬৩) তৃষ্ণা বসু, ৬৪) গৌতম শীল, ৬৫) লক্ষীনারায়ণ বিশ্বাস, ৬৬) ইন্দ্রনীল ব্যানার্জি, ৬৭) শ্যামল মুখার্জি, ৬৮) কমল মাইতি, ৬৯) চন্দন ঘোষ, ৭০) মোল্লা জামালউদ্দিন, ৭১) সুব্রত সাহা, ৭২) সুব্রত ঘোষ, ৭৩) সোনালি বিশ্বাস ৭৪) প্রিয়াঙ্কা দত্ত।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২, ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.